رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ

শানে ওসমান গণী

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল হাসান বিসতামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দোয়া করি যেন স্বপ্নে আবু সালিহ মুয়াজ্জিনের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি। আমার দোয়া কবুল হল, আর এক রাতে তাঁকে স্বপ্নে খুব ভাল অবস্থায় দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবু সালিহ! আপনি সেখানকার কোন সংবাদ দিন। তিনি উত্তরে বললেন: হে আবুল হাসান! যদি আমি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ না করতাম, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। (আল কউলুল বদী, আল বাবুস সানী, ফি সাওয়াবুস সালাত আলা রাসূলিল্লাহ্ ..... ২৬০ পৃষ্ঠা)

মেরে আমাল কা বদলা তো জাহান্নাম হি থা,
মেঁ তো জাতা মুঝে ছরকার নে জানে না দিয়া। (সামানে বখশিশ, ৬১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوبُوْا اِلَی اللہ، اُذْکُرُ اللہ، صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّیْ وَلَوْ اٰیَۃً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

অনন্য ঘটনা:

বর্ণিত আছে: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কোন কাজে রত ছিলেন। এমতাবস্থায় আছরের নামাযের সময় হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে সামনে এগিয়ে ইমামতি করার জন্য বললে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আপনি আমার ছেয়ে বেশি উপযুক্ত, যে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনাকে অগ্রগামী বলেছেন এবং আপনার প্রশংসা করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি (ইমামতির জন্য) সামনে যাব না। কেননা, আমি **মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "ওসমান কতইনা ভাল লোক, আমার জামাতা এবং আমার দুই মেয়ের স্বামী। **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর মধ্যে আমার নূর জমা করেছেন।" হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার আগে যাবো না। কেননা, আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "**আল্লাহ্ তাআলা** ওমরের মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার আগে যাবো না। কেননা, আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে: "ফেরেশতারাও ওসমানকে লজ্জা পায়।" হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার আগে যাবো না। কেননা, আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "**আল্লাহ্ তাআলা** ওমরের মাধ্যমে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেন এবং মুসলমানকে সম্মান দান করেন।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার আগে যাবো না। কারণ, আমি **দয়ালু নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "ওসমান কুরআনকে একত্র করবে এবং সে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয়।" হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার আগে যাবো না।

www.dawateislami.net

কেননা, আমি **রহমতে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "ওমর কতইনা উত্তম। কেননা, সে বিধবা এবং এতিমদের দেখাশুনা করে থাকে, তাদের জন্য তখনো খাদ্যদ্রব্য আনে যখন মানুষ ঘুমের রাজ্যে ডুবে থাকে।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার আগে যাবো না। কারণ, আমি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "**আল্লাহ্ তাআলা** তাবুকের যুদ্ধে বাহিনী প্রস্তুতকারী ওসমানকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার আগে যাবো না। কেননা, আমি **উভয় জগতের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবে দোয়া করতে শুনেছি: "হে **আল্লাহ্**! ওমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামের সম্মান দান করো এবং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনার নাম "ফারুক" রেখেছেন। আর **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার মাধেমে সত্য ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করেছেন।" এই ঘটনা যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জানলেন, তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দু'জনের জন্য দোয়া করলেন এবং একে অপরের সাথে এভাবে সম্মানসুচক আচরণের জন্য তাদের প্রশংসা করেন। **(আর রউজুল ফায়েক, ৩১৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে যেভাবে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মধ্যে পরস্পর প্রেম-ভালবাসা, অনুরাগ এবং একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শণের মহান উৎসাহের ব্যাপারে জানতে পারলাম। তেমনি সায়্যিদুনা ফারুকে আযম এবং সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর মহানত্ব ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কেও প্রকাশ হয়ে গেল। এ থেকে আরো মাদানী ফুল পেলাম যে, যেখানে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان একে অপরের পদ-মর্যাদার সম্মান করছেন, সেখানে তো আমাদের খুব বেশি তাঁদের মর্যাদা ও মহত্বতার বয়ান করা উচিত এবং তাঁদের ভালবাসা ও প্রেম শুধুই না নিজের অন্তরে ধারণ করবো বরং নিজেদের সন্তানদেরও সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মুহাব্বত এবং সম্মান শিখাবো। এর একটি উত্তম পন্থা হলো নিজের সন্তানদের সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বিভিন্ন ঘটনাবলী শুনানো।

www.dawateislami.net

তাঁদের জীবন, চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে বলা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার উৎসাহও দেওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আল্লাহ্ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ"** (১ম খন্ড) এর ৯৭ জন সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও ঘটনা সহ অসংখ্য মাদানী ফুল ও বিভিন্ন ভাবে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। আপনারাও মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই কিতাবটি হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে আমরা আমাদের পূর্বসুরীদের চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে জেনে তাঁদের অনুসৃত পথে চলার চেষ্টাও করতে পারবো। এছাড়াও মাকতাবাতুল মদীনার আরো একটি অত্যন্ত প্রিয় কিতাব **"কারামতে সাহাবা"**ও সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করুন। এরূপ সাহাবায়ে কিরামদের চরিত্র সম্পর্কিত মাকতাবাতুল মদীনার আরো একটি কিতাব রয়েছে যার নাম **"খোলাফায়ে রাশিদিন"**।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নাম মোবারকঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ট হলো আমাদের **আক্বা ও মাওলা, তাদেজারে আম্বিয়া** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঠিক তেমনি অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সাহাদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান হচ্ছেন খোলাফায়ে রাশেদিনরা (অর্থাৎ- আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِین)। আজ আমরা সেই সম্মানিত খলিফাদের মধ্য থেকে তৃতীয় খলিফা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে শুনবো। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নাম মোবারক জাহেলী যুগে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) এবং ইসলামী যুগে দু'টিতেই "ওসমান"ই ছিলো।

(রিয়াজুন নাদ্বারা, ২য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বংশ ও উচ্চ মর্যাদাঃ

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এই মহান সৌভাগ্য যে, তাঁর বংশের ধারাবাহিকতায় পঞ্চম পুরুষ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুনাফ পর্যন্ত গিয়ে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশ মোবারকের সাথে মিলে যায়। এভাবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর পর হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বংশ সবচেয়ে কম অর্থাৎ পাঁচ (৫) পুরুষে গিয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশের সাথে মিলে যায়। **(রিয়াজুল নাদ্বারা, ২য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা)**

তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কুনিয়্যাত এবং এর কারণঃ

জাহেলী যুগে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) তাঁর কুনিয়্যাত ছিল "আবু আমর", পরে যখন **আল্লাহ্র মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কলিজার টুকরা হযরত সায়্যিদাতুনা রুকাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর সাথে বিবাহ হলো এবং তাঁদের এক শাহ্জাদা হযরত সয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জন্ম হলো তখন তাঁর নামে কুনিয়্যাত "আবু আব্দুল্লাহ্" রাখা হলো। অতপর তাঁর আর একটি ছেলে হযরত সায়্যিদুনা আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জন্ম হলে তাঁর নামানুসারে কুনিয়্যাত "আবু আমর" রাখা হলো। দু'টি নামই প্রসিদ্ধ ছিলো, কিন্তু "আবু আমর" বেশি প্রসিদ্ধ ছিলো।

(তাবকাতুল কুবরা, ওসমান বিন আফ্ফান, ৩য় খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা। রিয়াজুন নাদ্বারা, ২য় খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)

জাহেলী যুগে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ গুনাবলীঃ

তাঁকে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জাহেলী যুগেও নিজ গোত্রের ভদ্র ও সম্মাণিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করতো। চারিত্রিক উৎকর্ষতা তাঁর মহত্বের উপর প্রাধান্য দবিস্তা করতো। এ কারণেই যে, অত্যন্ত মিষ্ট মধুর কথা বলতেন, অত্যন্ত মায়া ও দয়াবান ছিলেন। শান ও শওকতের মালিক, সম্পশালী অথচ লজ্জা ও শরমের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মোবারক সত্ত্বা সকল মন্দ-গুনাবলী থেকে পবিত্র। বরং জাহেলী যুগেও তিনি এতই উন্নতগুনে গুনান্বিত ছিলেন যে, স্বয়ং কুরাইশ বংশের লোকেরাও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতো।

www.dawateislami.net

সুতরাং কুরাইশের সাথে তাঁর ভালবাসা এতই প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিলো। আর মা যখন তার সন্তানকে রাত্রে শুয়াতেন তখন মা সন্তানের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে গিয়ে বলতেন: اُحِبُّكَ وَالرَّحْمٰنُ حُبَّ قُرَيْشٍ عُثْمَان۔ অর্থাৎ আমি এবং আমার প্রতিপালক তোমাকে ভালবাসি যেমন কুরাইশরা (সায়্যিদুনা) ওসমান গণী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)কে ভালবাসে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯তম খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র হুলিয়া মোবারকঃ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি সম্পন্ন এবং খুবই চমৎকার মানুষ ছিলেন। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দেহের উচ্চতা না একবারে ছোট ছিলো, না অনেক বড়, বরং মধ্যম ছিলো। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ও সুশ্রী, শরীরের রং হলদে ফর্সা ছিলো। গাল দু'টি বড়, কান লম্বা, মোবারক দাঁত অত্যন্ত সুন্দর, বুক প্রসারিত, উভয় কাঁধের মাঝখানে দূরত্ব। সাথে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পায়ের গোছা ছিলো মজবুত এবং দৃষ্টি নন্দন। বাহু মোবারক সামান্য লম্বা ছিলো। মাথা মোবারক মনোমুগ্ধকর, অত্যন্ত ঘন কালো চুল কানের নিচে পর্যন্ত ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর দাঁড়ির ন্যায় তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়িও ঘন ছিলো। চামড়া পাতলা কিন্তু সোনালী কেশ দ্বারা পূর্ণ ছিলো। এতই সুন্দর, সুশ্রী ও সুদর্শন হওয়ার পরও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছিলেন লজ্জা-শরমের প্রতিচ্ছবি। (তাবকাতু কুবরা, ওসমান বিন আফ্ফান, ৩য় খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা। আল আসাবাতা, ওসমান বিন আফ্ফান, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা। রিয়াজুন নাদ্বারা, ২য় খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এত সম্পদশালী হওয়ার পরও দামী পোশাক পরিধানের পরিবর্তে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পোশাকের অনুসরন করতেন এবং ইশক ও ভালবাসার চাহিদাও এটাই যে, প্রকাশ্য হুলিয়াও **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের প্রতিচ্ছবি হোক।

www.dawateislami.net

পোশাক-পরিচ্ছেদেও সুন্নাতের অনুসরণঃ

হযরত সায়্যিদুনা সালামা বিন আকওয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর তেহবন্দ (লুঙ্গী) পায়ের অর্ধেক গোছা পর্যন্ত থাকতো এবং এর কারণ হিসেবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলতেন: هٰكَذَا كَانَتْ اِزْرَةُ صَاحِبِیْ অর্থাৎ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তেহবন্দও এরূপ (পায়ের অর্ধেক গোছা) হতো। (শামায়ীলে মুহাম্মদিয়া, বাবু মা জা আ ফি সাফতা আজার, ৮৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সুন্নাতে রাসূলের উপর আমলের জযবা মারহাবা! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পোশাক পরিধান করতেও **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করতেন। আমাদেরও সুন্নাত মোতাবেক শরীরে সাদা পোশাক, মাথায় সুন্নাত অনুযায়ী বাবরী চুল আর সবুজ গুম্বদের স্মরণে সবুজ ইমামা (পাগড়ী), চেহারায় শরীয়াত অনুযায়ী এক মুষ্টি দাঁড়ি, চোখে সূরমা, মাথায় তেল লাগিয়ে সুন্নাতের উজ্জল প্রতিচ্ছবি হওয়া উচিৎ এবং ফ্যাশন করে ছোট ও চিপচিপে পোশাক পরিধান করা থেকে শুধু নিজে বাঁচবেন বরং অন্যকেও স্নেহ ও মমতায় বুঝিয়ে সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ দেয়া উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কিছু উপাধি এবং এর কারণ সম্পর্কে শুনি:

প্রথম উপাধি, যুন্নুরাঈনঃ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর একটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ উপাধি ছিলো "যুন্নুরাঈন" অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী। এই উপাধি অত্যাধিক প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুই শাহ্জাদী হযরত সায়্যিদাতুনা রুকাইয়া এবং

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলছুম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ এর সাথে একের পর এক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এজন্যই তাঁকে "যুন্নুরাঈন" বলা হতো। (তাহজিবুল আছমা, বাবুল আইন ওয়াল ছাআল মাছলাতা, ১ম খন্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই বিষয়ের দিকে ইশারা করে বলেন:

নূর কি ছরকার ছে পায়া দো'শালাহ্ নূর কা,
হো মোবারক তুম কো যুন্নুরাঈন জোড়া নূর কা।
(হাদায়িকে বখশিশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দ্বিতীয় উপাধি, জামেউল কুরআন:

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর একটি উপাধি "জামেউল কুরআন" (কুরআন একত্রকারী)ও ছিলো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শাসনামলে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পরামর্শে বিভিন্ন জায়গা থেকে কুরআনে পাকের আয়াত সমূহ জমা করে নিয়ে ছিলেন। কিন্তু এতে তিনটি কাজ বাকি ছিলো। জমা হওয়া আয়াত সমূহ একটি পাণ্ডুলিপি আকারে লিখা। অতঃপর এই একটি পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন কপি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর বড় বড় শহরে বণ্টন করা এবং সবাইকে তা কুরাইশি ঢংয়ে পড়ার আদেশ দেয়। এই তিনটি কাজই **আল্লাহ্ তাআলা** আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে দিয়ে করিয়ে ছিলেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** ওয়াদা অনুযায়ী কুরআনে আযীমকে সংগ্রহ করার সম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন হলো। এজন্যই আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে "জামেউল কুরআন" বলা হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬তম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা। ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ৪১৯ পৃষ্ঠা)

তুমহি কে জামেয়ে কুরআনি কা হক নে দিয়া মনছব,
আতা কুরআঁ কো করকে জমআ কি উম্মত কে আসানি।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তৃতীয় উপাধি, মুজাহহিযু জাইশিল উছরাহ্:

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর একটি উপাধি "মুজাহহিযু জাইশিল উছরাহ্"ও ছিলো। যার অর্থ হচ্ছে: "ছোট বাহিনীকে সম্পদ দিয়ে সাহায্যকারী"। তাবুকের যুদ্ধের জন্য যে ইসলামী বাহিনী তৈরী হয়েছিলো তাকে "জাইশিল উছরাহ্" বলা হয়। কেননা, তাবুক যুদ্ধ অত্যন্ত দূর্গম স্থান ও তীব্র গরমের মৌসুমে হয়েছিল। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান খাব্বাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, একবার আমি **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং এর তহবিল সংগ্রহের জন্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! হাওদা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সহ একশটি উট তাবুক যুদ্ধের জন্য দিতে আমি প্রস্তুত আছি। **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আবারো সাহাবাদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পুনরায় দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি সকল সরঞ্জাম সহ আরো দুশটি উট দিতে প্রস্তুত আছি। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আবারো তাবুক যুদ্ধের জন্য সাহাবা কিরামদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পুনরায় দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি সকল সরঞ্জাম সহ আরো তিনশটি উট দিতে প্রস্তুত আছি। এ কথা শুনে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনেক খুশি হলেন। এজন্যই তাঁকে "মুজাহহিযু জাইশিল উছরাহ্" অর্থাৎ "ছোট বাহিনীকে সম্পদ দিয়ে সাহায্যকারী" বলা হয়।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানকিব, মানাকিব ওসমান বিন আফ্‌ফান, ৫ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭২০)

ইমামুল আসখিয়া! কর দো আতা হিচ্ছা সাখাওয়াত কা,
কানাআ'ত হো ই'নায়াত, দেঁ না দৌলত কি ফারাওয়ানি।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান যুগে প্রায়ই দেখা যায়, অনেক লোক আরেকজনের দেখা দেখিতে আবেগ প্রবন হয়ে মোটা অংকের চাঁদা লিখিয়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু আদায় করার সময় তা তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি শেষ পর্যন্ত অনেক লোক সে মোটা অংকের চাঁদা পরিশোধ করতে অপরাগতা প্রকাশ করে কিংবা অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু **মাহবুবে কিবরীয়া** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বদান্যতা ও মহানুভবতার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হোক। তিনি জনসমক্ষে যা ঘোষণা দিতেন তার চাইতেও অনেক বেশী বেশী চাঁদা দান করতেন। প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত উটের সংখ্যা ছিল তাঁর ঘোষণা মাত্র। কিন্তু দেয়ার সময় তিনি ৯৫০টি উট, ৫০টি ঘোড়া ও ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেছিলেন। এরপর তিনি আরো ১০০০০ স্বর্ণ মুদ্রা অতিরিক্ত প্রদান করেন। মুফতী সাহেব আরো লিখেন, তিনি প্রথমে ১০০টি উট প্রদানের ঘোষণা দেন। দ্বিতীয়বার আরো ২০০টি এবং তৃতীয়বার আরো ৩০০টি উট প্রদানের ঘোষণা দেন, সব মিলে উটের সংখ্যা ছিল ৬০০টি।

(মিরআতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা। ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কারামত, ৬ পৃষ্ঠা)

মুঝে ঘর মিল গিয়া বাহরে ছাহা কা এক ভি কাতরাহ,
মেরে আগে জমানে ভর কি হোগি হিচ্ সোলতানি।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

চতুর্থ উপাধি, ছাহেবুল হিজরাতাঈন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যেভাবে দ্বীন ইসলামের অভিজাত্যের জন্য নিজের সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন, সেভাবে নিজেও পিছিয়ে থাকতেন না। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ঐ কিছু সংখ্যক সাহাবীদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মধ্যে যারা **আল্লাহ্**র রাস্তায় দু'বার হিজরত করেছেন। একবার আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) এবং দ্বিতীয়বার মদীনায়ে মুনাওয়ারায় زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا। এইজন্য তাঁকে "ছাহেবুল হিজরাতাঈন" উপাধি দ্বারাও স্মরণ করা হয়। এর অর্থ হলো দু'বার হিজরতকারী। **(তাবকাতুল কুবরা, ওসমান বিন আফ্ফান, ৩য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা। আসাদুল গাব্বাহ, ওসমান বিন আফ্ফান, ১ম খন্ড, ৭৪৯ পৃষ্ঠা। ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কারামত, ৪ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে তাঁর মহত্বের জন্য কী কী উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যতবেশি উন্নত হবে তত ভাল ভাল উপাধি এবং উত্তম উপাধি দ্বারা স্মরণ করা হয়। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এতো উপাধি তাঁর শান-মান এবং মহত্বকে প্রমাণিত করে।

হাদীসে মোবারকা ও শানে ওসমান গণী:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত দেখা যায় যে, কোন গোলাম তার মুনিবের অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে প্রশংসার পঞ্চমুখ থাকে। কিন্তু আশ্চর্যতো এখানেই যখন মুনিবও নিজের গোলামের গুনাবলীর কারণে প্রশংসা করে এবং তার সাথে সৃষ্ট সম্পর্ক প্রকাশ করে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُও ঐ সকল সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মধ্যে, যার ব্যাপারে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জবান মোবারক অনেকবার নড়ে উঠে। কখনো তাঁকে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুইবার জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন, কখনো তাঁকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিজের জান্নাতি বন্ধু ঘোষনা করেন, কখনো তাঁকে পরিপূর্ণ লজ্জার সনদ দান করেছেন আবার কখনো তাঁর শাফায়াত পেয়ে লোকেদের জান্নাত নসীব হওয়ার ঘোষনা করেছেন। আসুন! শানে ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্পর্কিত চারটি (৪) **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনুন:

(১) "ওসমান আমার থেকে, আর আমি ওসমান থেকে।" (তারিখে দামেশক, ৩৯/১০২)

(২) "জান্নাতে সকল নবীর একজন বন্ধু (রফিক) থাকবে এবং আমার বন্ধু (রফিক) হবে ওসমান বিন আফ্ফান।" (তারিখে দামেশক, ৩৯/১০৪)

www.dawateislami.net

(৩) "কিয়ামত দিবসে ওসমানের শাফায়াতে সত্তর হাজার (৭০,০০০) এমন লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো।" (তারিখে দামেশক, ৩৯/১২২)

(৪) "লজ্জা ঈমানের অংশ, আর আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হচ্ছে ওসমান।" (তারিখে দামেশক, ৩৯/৯২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর লজ্জা ও শরমের কথা কি বলবো। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও তাঁকে লজ্জা করতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সর্বদা উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এমনকি জাহেলী যুগেও অনেক খারাপ কাজ থেকে দূরে ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজেই নিজের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে ইরশাদ করেন: আমি না কখনো অহেতুক কবিতা গুনগুনিয়েছি, না এর আকাঙ্ক্ষা করেছি। জাহেলী যুগে আর ইসলামের যুগে দু'যুগেই কখনো মদ্যপান করিনি এবং যখন আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি তখন থেকে আমি কখনো আমার ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। (তারিখ ইবনে আসাকির, ৩৯তম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা) আরো বলেন: আমি বদ্ধ ঘরে গোসল করার সময়ও **আল্লাহ্ তাআলার** লজ্জায় অবনমিত হয়ে যেতাম। (মিরকাতুল মাফাতিহ্, ৮ম খন্ড, ৮০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৭১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা তো আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর লজ্জা ও শরম ছিলো। যেখানে আমাদের লজ্জাহীনতা ও বেশরমের এমন অবস্থা যে, অনেকে টিভিতে সিনেমা-নাটকের অশ্লীল দৃশ্যগুলো কখনো একা আবার কখনো পুরো পরিবারের সাথে বসে খুব আগ্রহ ভরে দেখে থাকে। এখন তো مَعَاذَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) গুনাহ এমনভাবে প্রসারিত হয়েছে যে, মোবাইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে না জানি কেমন কেমন গুনাহ সহজেই সংগঠিত হচ্ছে। স্যোসাল মিডিয়ার সাহায্যে উন্নতির চরম উৎকর্ষতার খোঁজে এবং দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে নিজেকে সর্বদা আপডেট রাখার চিন্তায় হয়তো অনেকে গুনাহের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। বিয়ে-শাদী এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে বাজে ফ্যাংশান করা হয়।

www.dawateislami.net

যেখানে ছেলে মেয়ের মিলামিশা ও হাসি-তামাশা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ঘর সিনেমা হল আর অধিকাংশ সমাবেশ মিউজিক সেন্টারে পরিণত হয়েছে। বেপর্দা মহিলারা লজ্জা শরম ভুলে একা গলি ও বাজারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছে আর ছেলেরাও নিজেদের চোখের লজ্জা খুঁইয়ে বসে আছে। আর এসব মহিলাদের এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা যেন নিজেদের অধিকার মনে করে। মোটকথা আমাদের সমাজ আজ বেহায়াপনা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার ভয়াবহতার বেড়াজালে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জড়িয়ে যাচ্ছে। যার কারণে বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম চারিত্রিক অসদাচরণকারী ও খুবই বেআমলীর শিকার হয়ে চলছে। আমাদের সমাজে লজ্জা চলে যাওয়ার কারণে আমরা জনসমূক্ষে না জায়িয ও হারাম কাজ এবং এভাবে আরো অনেক গুনাহের কাজ করতে একটুও লজ্জা পাচ্ছি না। গালি দেয়া, অপবাদ দেয়া, কুধারণা, গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা বলা, অন্যায় ভাবে কারো সম্পদ জব্দ করা, খুন, মুসালমানদের মন্দ ভাষায় ডাকা, মদ্যপান, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, সুদ ও ঘুষের আদান প্রদান, মা-বাবার অবাধ্যতা, আমানতের খেয়ানত, অহংকার, হিংসা লৌকিকতা, পদলোভী, কৃপণতা, দাম্ভিকতা ইত্যাদি গুনাহ আমাদের সমাজে বড়ই ধৃষ্ট্যতার সহিত করা হয়। এমন লাগছে যে, লজ্জা ও শরম আমাদের কাছে কখনো ছিলই না। আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে,

দিন লাহু মেঁ খোনা তুঝে, শব ছুবহো কত সুনা তুঝে,
শরমে নবী, খওফে খোদা, ইয়েভি নেহী ওহ ভি নেহী।
(হাদায়িখে বখশিশ)

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে খোদা ভীরুতা জাগানো এবং লজ্জাকে আপন করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং সফল জীবন গড়ার ও নিজের আখিরাত সাজানোর জন্য প্রতিদিন "ফিকরে মদীনা"র মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করুন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একটি মাদানী মুযাকারায় মাদানী ফুল ইরশাদ করেন যে,

www.dawateislami.net

প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাত রিসালার খালি ঘর পূরণ করুন এবং প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখ যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিন। ১০ তারিখের অপেক্ষা করবেন না। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সর্বনন্দিত ১০০ভাগ ইসলামী চ্যানেল "মাদানী চ্যানেল" নিজেও দেখুন এবং অপরকেও দেখার উৎসাহ দিতে থাকুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ওসমানের মুসলমানদের জন্য পানি খরিদ করা:

বর্ণিত আছে: যখন মুহাজিরীনরা, মক্কায়ে মুয়ায্যমা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে হিজরত করে মদীনায়ে মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا আসলো, তখন এখানের লবনাক্ত পানি পান করার যোগ্য ছিলো না। বনু গাফ্‌ফার গোত্রের এক ব্যক্তির কাছে একটি সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা ছিলো, যাকে "রুমা" বলা হতো। সে এক মশক পানি এক "মুদ" (তৎকালীন হিসাবের একটা শব্দ) এর বিনিময়ে বিক্রি করতো। **রহমতে আলম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে বললেন: "এই ঝর্ণাটি আমার কাছে জান্নাতের একটি ঝর্ণার বিনিময়ে বিক্রি করে দাও।" সে আরয করলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পরিবারের ভরণ পোষন এটি দ্বারা হয়। আমার এরূপ করার সামর্থ নেই। এই সংবাদ যখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে পৌঁছে তখন তিনি ঐ ঝর্ণাটি তার মালিকের কাছ থেকে পয়ত্রিশ হাজার (৩৫,০০০) দিরহাম দিয়ে কিনে নেন। অতঃপর **বারগাহে রিসালাত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে গিয়ে আরয করলেন: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَجْعَلُ لِيْ مِثْلَ الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ لَهٗ عَيْنًا فِي الْجَنَّةِ اِنِ اشْتَرَيْتُهَا؟ অর্থাৎ "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যেভাবে আপনি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতি ঝর্ণা দান করছিলেন, যদি আমি এই ঝর্ণা তার থেকে কিনে নিই তবে কি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে প্রদান করবেন?" **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ!" তিনি আরয করলেন: আমি ঐ ঝর্ণাটি কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম। **(মু'জামুল কবির, বশিরা আলা আসলামী আবু বশীর, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

ছরকার সে পায়েঁগে মুরাদোঁ কে মুরাদেঁ,
দরবার পে দুরবার হে ওসমান গণী কা।
(যওকে নাত, ৪৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যখন মুসলমানরা পানির সমস্যায় পতিত হয় তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্পূর্ণ ঝর্ণাটিই কিনে **আল্লাহ্**র রাস্তায় ওয়াকফ করে দিলেন। আমাদেরও উচিৎ যদি কোন মুসলমানকে কষ্ট বা কোন বিপদগ্রস্থ দেখি এবং তার সমস্যা সমাধানে সামর্থ রাখি তাহলে তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। ঐ ব্যক্তি অতি সৌভাগ্যবান, যে অভাবীকে সাহায্য করে। গরিবের অভাব দূর করে, দুঃখিদের দুঃখ দূর করে এবং দুর্দশাগ্রস্থদের চিন্তা দূর করে। কেননা, যে সৃষ্টির উপর দয়া করে, **আল্লাহ্ তাআলা**ও তার উপর এমন দয়া করবেন যে, তার জীবনে চতুর্দিকে বসন্ত বয়ে আসে। আসুন! দু'টি (২) হাদীস শরীফ শুনি:

(১) "যে ব্যক্তি মুসলমানের দুনিয়াবী সমস্যা থেকে একটি সমস্যা দূর করে, **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন তার পেরেশানীগুলো থেকে একটি পেরেশানী দূর করবেন। যে দুনিয়াতে অভাবীর জন্য সহজতার পথ করে দেয়, **আল্লাহ্ তাআলা** দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য সহজতা সৃষ্টি করে দেয়। যে দুনিয়ায় কোন মুসলমানের গোপনিয়তাকে গোপন রাখে, **আল্লাহ্ তাআলা** দুনিয়া ও আখিরাতে তার গোপনীয়তাকে গোপন রাখবেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।"

(মুসলিম, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, বাব ফদলুল ইজতিমা আলা তিলাওয়াতিল কুরআন, ১৪৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৯৯)

(২) "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের চাহিদা পূরণার্থে গমন করে, তবে তা তার জন্য দশ (১০) বৎসর ইতিকাফ করা থেকে উত্তম এবং যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য একদিন ইতিকাফ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার এবং জাহান্নামের মাঝখানে তিনটি (৩) পরিখা খনন করে দেন। আর এগুলোর মধ্যে দুটির (২) মধ্যখানের দূরত্ব পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি।" (আত্তরগীব ওয়াত্তারহীব, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাব আত্তারগীব ফি কাযায়ে হোয়াইজিল মুসলিমিন, ৩য় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও মুসালমান ভাইদের দেখাশুনা করার এবং তাদের সমস্যা সমাধান করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হাউজে কাউসার পান করিয়ে দিলেন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইদের অভাব পূরণ করে, সে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় বান্দায় পরিণত হয় এবং **আল্লাহ্ তাআলা** অদৃশ্য থেকে তার অভাব পূরণ করেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সারা জীবন মানুষের অভাব দূর করে, তাদের সমস্যা সমাধান করে এবং গরীবদের সাহায্য করেই অতিবাহিত করেছেন। এজন্য যখন তাঁর উপর বিপদ এসেছিল এবং তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পানি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বয়ং এসে হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে পানি পান করালেন। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, যখন বিদ্রোহীরা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাসভবন অবরুদ্ধ করে রাখে, তাঁর ঘরে পানি সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয় এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন, তখন আমি তাকে দেখতে যাই। সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ বিন সালাম! আমি আজ রাতে **তাজদারে দোজাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এ উজ্জল স্থানে দেখেছি এবং **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অত্যন্ত মায়া ভরা কণ্ঠে আমাকে ইরশাদ করলেন: "হে ওসমান! তারা পানি বন্ধ করে দিয়ে তোমাকে পিপাসায় অত্যন্ত কাতর করে ফেলেছে?" আমি আরয করলাম: জী হ্যাঁ, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি পানিপূর্ণ পাত্র আমার সামনে ধরলেন। আমি তৃপ্তি ভরে তা থেকে পানি পান করলাম। এখনো পর্যন্ত সে পানির শীতলতা আমি আমার গলা ও কলিজার মধ্যে অনুভব করছি।

www.dawateislami.net

অতঃপর **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: اِنْ شِئْتَ نَصَرْتُ عَلَیْهِمْ وَاِنْ شِئْتَ اَفْطَرْتَ عِنْدَنَا অর্থাৎ- "হে ওসমান! যদি তুমি চাও, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে সাহায্য করব, আর যদি তুমি চাও আমার নিকট এসে রোযার ইফতার করতে পার।" আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার সান্নিধ্যে রোযার ইফতার করাটাই আমার জন্য উত্তম হবে। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, অতঃপর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। সেদিনই বিদ্রোহীরা তাঁকে শহীদ করে দেন। হযরত সায়্যিদুনা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন, হযরত আল্লামা ইবনে বাতিস رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (মৃত্যু- ৬৫৫ হিজরী) মনে করেন, **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এ দিদার লাভের এ ঘটনাটি স্বপ্নের মধ্যে ঘটেনি। বরং তা জাগ্রত অবস্থায়ই ঘটেছিল। (আল হাবি লিল ফাতাবি, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা। ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কারামত, ১১ পৃষ্ঠা)

রাখা মাহছুর ইনকো, বন্দ ইন পর কর দিয়া পানি,
শাহাদাত হযরতে ওসমান কি বেশক হে লাসানী।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

সহায়হীনদের সহায় আমাদের নবী:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা জানতে পারলাম যে, **ছরকারে মদীনা, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরকাছে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও অনুগ্রহে তাঁর দান ক্রমে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতিটি অবস্থা প্রকাশমান ছিলো। আরো জানতে পারলাম যে, **আমাদের আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অসহায়দের সহায়। এজন্যই তো **তিনি** ইরশাদ করেছিলেন: "اِنْ شِئْتَ نَصَرْتُ عَلَیْهِمْ অর্থাৎ যদি তুমি চাও, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে সাহায্য করবো।"

কুমন্ত্রণা: এই বর্ণনাটি শুনে হয়তো শয়তান কারো মনে এই কুমন্ত্রণাটি দেবে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** থাকাবস্থায় অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার কি প্রয়োজন?

www.dawateislami.net

যখন তিনি নিজ বান্দাদের কথা শুনেন এবং সাহায্যও করেন, তবে **আল্লাহ্**র কাছেই সাহায্য চাওয়া উচিৎ।

উত্তর: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! এটি শয়তানের একটি ভয়ঙ্কর আক্রমন। এরূপ ধারণা পোষণকারী অনেক সময় আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام মানহানী করে বসেন এবং নবীদের মানহানীর কারণে কুফরির মধ্যে পতিত হয়। এজন্য আমাদের উচিৎ এরূপ লোকদের সান্নিধ্য থেকে শুধু নিজে নয় বরং অপরকেও বাঁচানোর চেষ্টা করা।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া কেমন?

এই কুমন্ত্রণাকে দূর করার জন্য সর্বদা মনে রাখবেন! প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করা শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা**র সত্তার জন্যই খাস। তাঁর দান ছাড়া এক কণা পরিমাণ উপকারও কেউ করতে পারে না। আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ السَّلَام আউলিয়ায়ে ইজাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام রাও দান কৃত শক্তি ও অনুমতিতে সাহায্য করে থাকেন। এটা এরূপ যেমন- কোন ফ্যাক্টরী বা কারখানার মালিক সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য একজন সুপারভাইজার নিয়োগ করলেন এবং বললেন: যে, প্রতি মাসে বেতন সুপারভাইজার থেকে নেওয়া হোক। যদি কোন শ্রমিক এতে আপত্তি করে যে, মালিক থাকাবস্থায় সুপারভাইজারের দরকার কি? আর আমরা মালিক থাকাবস্থায় অন্যের কাছ থেকে বেতন কেন নিবো? আমরা তো মালিক থেকেই বেতন নিবো। তবে অবশ্য শ্রমিকের এই আপত্তিকে বোকামী এবং মালিকের বিরুদ্ধাচরণ মনে করা হবে। কেননা, সুপারভাইজারের মাধ্যমে বেতন দেওয়া মূলত মালিকেরই বেতন দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে বেতন দানকারী হচ্ছে মালিকই। সুপারভাইজার তো তার একটি মাধ্যম মাত্র। ঠিক এভাবেই **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া এবং এই নেক বান্দারা **আল্লাহ্**র দান ক্রমে সাহায্য করাও **আল্লাহ্ তাআলা** স্বয়ং সাহায্য করার মতো। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা**ই তাঁদের সাহায্য করার জন্য নিয়োজত করেছেন। **আল্লাহ্** ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য চাওয়ার উৎসাহ তো কুরআনে পাকেও বিদ্যমান। সুতরাং **১ম** পারা সূরা বাকারা ৪৫নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। (পারা- ১, সূরা- বাকারা, আয়াত- ৪৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো! **আল্লাহ্ তাআলা** নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ধৈর্য ও নামায থেকে সাহায্য চাও। যদি **আল্লাহ্** ছাড়া অন্য কারো সাহায্য চাওয়া নাজায়িয হতো তবে **আল্লাহ্ তাআলা** কেন আদেশ দিচ্ছেন যে, ধৈর্য ও নামায হতে সাহায্য চাও! কেননা, ধৈর্য ও নামায তো **আল্লাহ্** নয়, বরং গাইরুল্লাহ। এরূপ ৫ম পারা সূরা নিসা ৬৪নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ﴿۶۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে, তখন হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাজির হয়, অতঃপর **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই তারা **আল্লাহ্**কে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে। (পারা- ৫, সূরা- নিসা, আয়াত- ৬৪)

ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** কি (নিজ মাহবুবের উম্মতের গুনাহকে) নিজেই ক্ষমা করতে পারেন না? অতঃপর কেন বলছেন যে, হে নবী! তারা আপনার কাছে আসবে এবং আপনি **আল্লাহ্**র কাছে এদের জন্য সুপারিশ করবেন, তবে তারা এই নেয়ামত অর্জন করবে। (**আল্লাহ্ তাআলা** গুনাহগারদের নবীর দরবারে হাজির হওয়ার আদেশ দেয়া এবং সেখানে তাদের সুপারিশকারী বানানো এটি তো **আল্লাহ্** ছাড়া অন্য কারো সাহায্য চাওয়া) আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, যা কুরআনের আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হলো। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৩০৫)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "সাহাবায়ে কিরামের ইশকে রাসূল" এর ৯২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত রাবিয়া বিন কা'ব আসলামী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা হলো:

www.dawateislami.net

আমি রাত্রিবেলায় **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে থাকতাম। **তাঁর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জন্য অযুর পানি এনে দিতাম এবং অন্যান্য কাজও করতাম। একদিন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "سَلْ অর্থাৎ চাও, কি চাওয়ার আছে?" আমি আরয করলাম: اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِی الْجَنَّةِ۔ অর্থাৎ আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই! **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এছাড়া আর কিছু?" হযরত রাবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আমার উদ্দেশ্য তো এটাই। (অর্থাৎ জান্নাতে আপনার সঙ্গই আমার জন্য যথেষ্ট) **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তবে তুমি সিজদার আধিক্য দ্বারা আমাকে সাহায্য করো। (অর্থাৎ নিজেও এই উচ্চ মর্যাদার স্থান সৃষ্টি করো, আমার দানের গর্বে ইবাদতের আধিক্য থেকে উদাসীন হয়ো না।) (সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাব ফসলুস সুজুদ, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে মোবারকায় **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত রাবিয়াকে ইরশাদ করলেন: "اَعِنِّیْ অর্থাৎ আমাকে সাহায্য করো! এবং একেই اِسْتِعَانت ও اِسْتِمْداد অর্থাৎ সাহায্য চাওয়া বলে। যদি **আল্লাহ্** ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া নাজায়িজ হতো তাহলে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কখনো এরূপ বলতেন না। সুতরাং বুঝাগেলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া, তাকে নিজের রক্ষক এবং সাহায্যকারী মানা জায়িয। **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা "হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কারামত" এর ৫৩ থেকে ৯৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ এই কুমন্ত্রণা সমূহ দূর হয়ে যাবে।

গম হো গেয়ী বেশুমার আক্বা! বান্দা তেরে নিচার আক্বা!
বিগড়া জাতা হে খেল মেরা, আক্বা! আক্বা! সাঁওয়ার আক্বা!
মজবুর হে হাম তো কিয়া ফিক্র হে, তুম কো তো হে ইখতিয়ার আক্বা!
মেঁ দূর হোঁ তুম তো হো মেরে পাছঁ, সুন লো মেরী পুকার আক্বা!
(হাদায়িকে বখশিশ, ৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নিজের দাফনের স্থান সম্পর্কে বলে দিয়ে ছিলেন.....!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে **আল্লাহ্ তাআলার** স্বীয় অনুগ্রহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের লোকদের সাহায্য করার ক্ষমতা প্রদান করেন। সেভাবে সেই **আল্লাহ্ তাআলা** নেক ব্যক্তিদের মধ্য হতে যাকে চান "ইলমে গাইব" (অদৃশ্যের জ্ঞান)ও প্রদান করেন। বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: একদা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মাদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান জান্নাতুল বাকীর হাসসে কাউকাব নামক স্থানে তশরিফ নিয়ে যান। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন: শীঘ্রই এখানে একজন লোককে সমাহিত করা হবে। এটা বলার কিছুদিন পরেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। বিদ্রোহীরা তাঁর লাশ মোবারক নিয়ে এমন খেলায় মেতে উঠল যে, না তাঁকে রওজা মোবারকের পাশে দাফন করা সম্ভবপর হল, না জান্নাতুল বাকীর সে অংশে যেখানে প্রসিদ্ধ সাহাবাদের কবর ছিল। বিদ্রোহীদের বাঁধার মুখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সমাহিত করা হল হাসসে কাউকাব নামক সে নিভৃত স্থানে, যেখানে তখনো পর্যন্ত কোন মানুষের কবর ছিল না। অথচ কারো কল্পনায়ও ছিল না যে, তিনি সেখানে সমাহিত হবেন। **(রিয়াজুন নাদ্বারা, ৩য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা। ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কারামত, ৯৬ পৃষ্ঠা। ইজালাতুল খা'ফ্ফা, মকছাদ দোম, ৪র্থ খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)**

ইলমে গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান) ও আউলিয়াল্লাহ্:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানতে পারলাম যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রিয় বান্দাদের এই বিষয়ের জ্ঞান দান করেন যে, তারা কখন ও কোথায় ইন্তেকাল করবেন এবং কোন জায়গায় তাঁদের কবর হবে, কোন কাজের পরিণতি ও ভবিষ্যতের অবস্থা জানাকে ইলমে গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান) বলা হয়। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যেভাবে ইরশাদ করে ছিলেন ঠিক সেভাবেই হয়ে ছিলো। এখন একটু চিন্তা করুন! যখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এক সাহাবী

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদ দিচ্ছেন তখন **আল্লাহ্ তাআলা তাঁরই প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কিরূপ "ইলমে গাইব" দ্বারা ধন্য করেছেন? সুতরাং পারা- ৩০, সূরা- তাকবীর-এর ২৪নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِیْنٍ ﴿۲۴﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন। (পারা- ৩০, সূরা- তাকবীর, আয়াত- ২৪)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, **আল্লাহ্র মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লোকদের অদৃশ্যের সংবাদ (ইলমে গাইব) বলেন এবং প্রকাশ্য যে, অদৃশ্যের সংবাদ সেই দিতে পারে যিনি নিজেই এই বিষয়ে জানেন। (ভয়ানক জাদুকর, ১২ পৃষ্ঠা) হযরত ইমাম আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ খতিব কাসতালানী শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অদৃশ্য জ্ঞান রাখেন। একথাটি সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ ছিলো। (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া বিল মানাহিল মাহমুদিয়া, মাকছাদ আস সামান ফি তব্ব, ফসলুস সালিস ফি আম্বিয়ায়ি বিল আনবায়িল মাগিবাত, ৩য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শান সম্পর্কে শুনলাম। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ

❋ অত্যন্ত সহিষ্ণুতা , দানশীল, কোমলতা, নম্র ভাষি, ভদ্রতা, নম্রতার প্রতিচ্ছবি ছিলেন। লজ্জা ও শরমের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে সবার প্রিয় পাত্র ছিলেন।

❋ উদর মনের অধিকারী ছিলেন। **আল্লাহ্র** রাস্তায় ব্যয় করার জন্য নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের পরওয়া করতেন না। এজন্যই তো যখন হিজরতের সুযোগ আসলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পরিবার-পরিজন নিয়ে প্রথমে আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন এবং তারপর মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا ও হিজরত করেন।

www.dawateislami.net

❄ তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সুন্নাতে রাসূলের উপর আমলের জযবা মারহাবা! হাজারো মারহাবা!

❄ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বিভিন্ন উপাধি দ্বারা স্মরণ করা হয়। যেমন- "যুন্নুরাঈন", "জামেউল কুরআন", "জাইশুল উসরা" অর্থাৎ ছোট বাহিনীর সম্পদ দিয়ে সাহায্যকারী!, "সাহিবুল হিজরাতাঈন" অর্থাৎ দুবার হিজরতকারী।

❄ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মুসলমানদের কষ্ট লাঘব ও সহজতার জন্য মিষ্টি পানির ঝর্ণা ৩৫,০০০ দিরহামের বিনিময়ে কিনে **আল্লাহ্**র রাস্তায় ওয়াকফ করে দেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর অনুসরন করে সহিষ্ণুতা, উদারতা ও নম্রতার প্রতিচ্ছবি হওয়া। এতে না শুধু আমাদের চরিত্র উন্নত হবে বরং লোকের মাঝে আমাদের ভালবাসা সৃষ্টি হবে এবং নেকীর দাওয়াত দেওয়া সহজতর হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان পরিসৃত পথে চলার এবং উন্নত চরিত্রের প্রতিচ্ছবি হওয়ার তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মজলিশ আল মদীনা লাইব্রেরীর পরিচিতিঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতি ক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** সুন্নাতের খেদমতে প্রায় ৯৭টি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে। সহজভাবে ইলমে দ্বীনের (দ্বীনি জ্ঞান) আলো ছড়িয়ে দিতে এবং মানুষকে ইসলামী জ্ঞান দ্বারা আলোকিত করতে এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ "আল মদীনা লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যাতে অধ্যয়ন করা মনোরম পরিবেশ, অডিও-ভিডিও বয়ান, মাদানী মুযাকারা শুনা ও মাদানী চ্যানেল দেখার জন্য কম্পিউটার ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা হয়। আল মদীনা লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ, ওলামায়ে আহরে সুন্নাত کَثَّرَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়্যার কিতাব ও রিসালা এবং

www.dawateislami.net

সিডি, ভিসিডি ইত্যাদি মজলিশের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আমরাও এই সুবিধা গ্রহণ করে ইলমে দ্বীনের বরকত দ্বারা সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি।

আল্লাহ্ করম এয়্যছা করে তুজপে জাহাঁ মে।
এ দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধূম মাচি হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজে অংশ নিন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতের খেদমতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মাসিক একটি মাদানী কাজ "প্রতি মাসে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করা"। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইরশাদ করেন: আমি এবং আমার এক আনসারী প্রতিবেশী বনু উমাইয়া বিন যায়িদের মহল্লায় থাকতাম, যা মদীনা পাকের অদূরে অবস্থিত। পালা করে **ছরকার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হতাম। একদিন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় যেতেন আর ফিরে এসে ঐ দিনের ওহীর অবস্থা সম্পর্কে আমাকে বলতেন এবং একদিন আমি যেতাম আর ফিরে এসে ঐ দিনের ওহী সম্পর্কে তাকে বলতাম। (সহিহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ইলমে দ্বীন শিখার আগ্রহের প্রতি শতহ কোটি সাধুবাদ! আমাদেরও প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় অবশ্যই সফর করা উচিৎ। এতে যেমন আমাদের ইলমে দ্বীন শিখার সুয়োগ হবে তেমনি নেকীর দাওয়াত প্রসার করার সাওয়াবও পাওয়া যাবে। মাদানী কাফেলায় সফর করার অনেক বরকত রয়েছে। আসুন উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার শুনাই:

www.dawateislami.net

গ্রন্থীর ব্যথাও গেল আর বেকারত্বও গেল

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: আমার এক দিকে ছিলো বেকারত্ব অপর দিকে গ্রন্থীর পুরোনো ব্যথা। অভাব এবং অত্যন্ত ব্যথার দরুন ভীষন বিষন্নতা কাজ করছিল। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু কোন সুফল হলো না। কোন ইসলামী ভাই ইনফিরাদি কৌশিশ করে মন মানসিকতা তৈরী করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলদের সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করার ব্যবস্থা করে দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর ও আশিকানে রাসূলদের স্নেহময় সঙ্গের বরকতে আমার অনেক দিনের পুরোনো গ্রন্থীর ব্যথা একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরার দ্বিতীয় দিন এক ইসলামী ভাই আসলো এবং তিনি আমাকে কাজে লাগিয়ে আমার রোজগারের ব্যবস্থাও করে দিলেন। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো। কিন্তু আমার চাকরী একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি এবং সেই ব্যথাও ফিরে আসেনি।

জোড় জোড় আপকে, হো আগর দুঃখ রহে,
করকে হিম্মত চলে, কাফেলে মেঁ চলো।
তঙ্গ দস্তি মিঠে, রিযক সুতরা মিলে,
দর করম কে খুলে, কাফেলে মেঁ চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

www.dawateislami.net

সূরমা লাগানোর মাদানী ফুলঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"১০১ মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে সূরমা লাগানোর মাদানী ফুল শুনি: (১) **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: "সব সূরমার চাইতে উত্তম সূরমা হচ্ছে ইসমাদ। কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৪৯৭) (২) পাথুরী সূরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সূরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) (৩) শয়ন করার সময় সূরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) (৪) সূরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সূরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা। (১০১ মাদানী ফুল, ২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ :

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ ِ الْاُمِّیِّ الْحَبِیْبِ الْعَالِی الْقَدْرِ الْعَظِیْمِ الْجَاہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلِّمْ

(১) বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে)বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে (এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে , মৃত্যুর সময় **ছরকারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও ,এমনকি সে এটাও দেখবে যে **ছরকারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত ,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত(

(২(সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত **তাজদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫(

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ :

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

www.dawateislami.net

(৪) এক হাজার দিনের নেকী جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھْلُہٗ :

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত ,**ছরকারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন।)মাজমাউয যাওয়াইদ ,খন্ড-১০ ,পৃষ্ঠা-২৫৪ ,হাদীস নং-১৭৩(

)৫) ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَآئِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন :এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত , পৃষ্ঠা-১৪৯)

(৬(নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন **হুযুর আনোয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে !যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন :সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে।)আল কাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫)

www.dawateislami.net